তেলের দাম, ডালের দাম আর ঢাকার সুনামি!

তেলের দামঃ এক্স মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, বন্ধু ওয়াসিমের সাথে কথা হচ্ছিলো, কি ভাবে বড় তেল কোম্পানীগুলো আমেরিকান ডলারে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির আযুহাতে জ্বালানি তেলের দাম বাড়াচ্ছে। বস্তুত আস্ট্রেলিয়ান্ ডলারে তেলের দাম কিন্তু একই আছে আর যদি দুই বছর আগের দামের সাথে তূলনা করি তাহলে তেলের দাম আরো কমেছে বা কম হওয়া উচিত (যখন সর্বোচ্চ ১৪৭ ইউ এস ডলার; প্রতি ব্যারেল টেক্সাস সুইট ক্রুড বা ১৭৫ অজি ডলার, যখন অজি = ০.৮৫ ইউ এস)।

গতকাল তেলের দাম ছিল, প্রতি ব্যারেল ১০৫ ইউ এস বা ১০১ অজি ডলার, অথচ পেট্রল প্রতি লিটার প্রায় ১.৪০ ডলার? যা কিনা যখন তেলের দাম ১৭৫ অজি ডলার ছিল তার থেকে মাত্র ১০% কম!!! অস্ট্রেলিয়ান মিডীয়া যদি তেলের দাম প্রতিদিন ইউ এস ডলারের সাথে সাথে অজি ডলারে প্রকাশ করতো, তা হলে দামের আসল ব্যাপারটা সাধারন মানুষের অনেক সহজ বোধগম্য হত।

তা না করে, মিডিয়া সবসময় নর্দান উইন্ট্রার, আমেরিকান সামার, ইরাক, লিবিয়া ইত্যাদি কারন গুলিকে কুমিরের বাচ্চার মত বার বার দেখাতে থাকে! সবচেয়ে হাস্যকর হচ্ছে, একবার চ্যানেল সেভেন এই জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধির সুফল (?) হিসাবে বলেছিল যে, আপনার এইসব তেল কোম্পানির শেয়ার থাকলে আপনি বেশী ডিভিডেন্ড পাবেন।

ডালের দামঃ উত্তরে ওয়াসিম বলল, “তেল কোম্পানি গুলি খুবই বড় এবং মিডিয়াগুলির উপর প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার করে রাখে, তাই আমরা কখনোই এই নিয়ে তেমন হইচই দেখতে পাই না। অথচ একই সাথে দেখ, যখন অজি ডলার ০.৭০ বা ০.৮০ ইউ এস বা টাকায় ৫০-৫৫ টাকা, তখন চাল বা ডালের যা দাম ছিল, এখনো কিন্তু তাই আছে”!

অনেকদিন ধরেই অজি ডলার প্রায় ৭০ টাকা আর এখন ১ অজি = ১.০৩ ইউ এস বা প্রায় ৭৫ টাকা। গত কয়েক মাসে অজি ডলারের দাম প্রায় ৩০% থেকে ৪০% বেড়েছে, কই আমাদের দেশী ব্যাবসায়ীরাতো টোস্ট বিস্কুট, চানাচুর আর চাল ডালের দাম কমাচ্ছে না, আমরাতো স্ট্রং অজি ডলারের কোন সুফল পাচ্ছি না?

আসলেও তাই, দেশে গত কয়েক মাসে টোস্ট বিস্কুট, চানাচুর আর চাল ডালের দাম বাড়ে নাই বাংলাদেশে বরং চালের দাম কিছুটা কমেছে! ক্যালটেক্স, মোবিল, শেল আর বি পি কে গালি দিয়ে আর কি হবে। আমি বললাম ওয়াসিম, তুমি ঠিকই বলেছ, “যে যায় লংকায়, সেই হয় রাবন”!! আরো বললাম তাই তো দেখতে পাচ্ছি ইদানীং অনেকেই বাংলাদেশী দোকান ফেলে অন্য দেশী দোকানে কেনাকাটা করছে। আমাদের ব্যাবসায়ীদের এই দিকে খেয়াল রাখা উচিত।

আসন্ন সুনামিঃ আমার এপার্টমেন্ট বাবল বার্স্ট লেখাটা প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই দেখা হলে অনেকেই পুরানো প্রশ্ন করে থাকেন, তাদের মতামত দেন। আমি উত্তরে বলি, ভাই আমার লেখাটা আবার পরেন, আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তরই সেখানে পাবেন আর আমিতো ব্যাক্তিগত পর্যায়ে এডভাইস দিচ্ছি না, তাই আপনার কি করা উচিত তা আপনি ঠিক করবেন। লাভ লোকসান সবই আপনার, তবে আমার লেখাটার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে উদ্দুদ্ধ করা আর আপনার মত ক্রেতাদের সাবধান করা।

আমি এখন আরো দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, এপার্ট্মেন্ট বাবল বার্স্ট/কন্ট্রাকশন, এখন অবশম্ভাবী এবং আরো বেশি কাছে। বাংলাদেশের বানিজ্যিক ব্যাংকগুলি এপার্টমেন্ট কেনার জন্য লোন বন্ধ করে দিবে খুবই শীঘ্র, এমন কথা ঢাকার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের অনেক বানিজ্যিক ব্যাংকই ঢাকার শেয়ার মার্কেট'এ 'মার্কেট ম্যানিপূলেশন' এবং 'নেকেড সর্ট সেলিং' এর সাথে সরাসরি অথবা নেপথ্যে জড়িত ছিল। ঢাকার শেয়ার মার্কেট'এর ধ্বস এর পর এখন এপার্টমেন্ট মার্কেট এর ধ্বস এখন শুধু মাত্র সময়ের ব্যাপার, আর আমার মতে তা অবশ্যই ২০১৩ সালের মধ্যেই হবে। এই ধ্বস আমাদের অর্থনীতিতে সুনামির ঢেউয়ের মত যে ছড়িয়ে পরবে তা বলাই বাহুল্য।

সব কিছু মিলিয়ে 'এপার্টমেন্ট বাবল বার্স্ট'এর উপযোগী 'রেসিপি' তৈরী হয়েই আছে, এখন শুধুমাত্র একটি 'ট্রিগার'এর অপেক্ষা। এপ্রিলে বিশ্বকাপ ক্রিকেট ফিভার শেষ হবার পর পরই ষ্টেডিয়াম থেকে রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়ে পড়বে রাজপথে আর যার সরাসরি প্রভাব পরবে আমাদের অর্থনীতিতে। রাজনৈতিক আস্থিরতা বা সহিংসতাই হয়তো এই 'ট্রিগার' হিসাবে কাজ করবে। আর এই বাবল বার্স্ট এর মধ্য দিয়েই আমাদের দেশের ইতিহাসের প্রথম অর্থনৈতিক মন্দা বা সুনামির সূত্রপাত হবে বলে আমি মনে করি।

যারা এখনো ঢাকায় এপার্টমেন্ট কেনার চিন্তাভাবনা করছেন তাদের সাবধানে আগ্রসর হওয়া উচিত, বিশেষ করে প্রবাসীদের জন্য ঢাকার এপার্টমেন্ট কেনার চেয়ে ভাড়া নেয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে অনেক বেশী যুক্তিযুক্ত বলে আমি মনে করি।

নাজমুল আহসান শেখ, ৩ এপ্রিল ২০১১, সিডনী, Victory1971@gmail.com